বাংলাদেশ আরবান ফোরাম
১ম অধিবেশন বাংলাদেশ আরবান ফোরাম
৫-৭ ডিসেম্বর ২০১১
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

বাংলাদেশ আরবান ফোরামের উদ্বোধন উপলক্ষে ৫-৭ ডিসেম্বর ২০১১ রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত

সম্মেলন ঘোষণা পত্র

বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহ, স্থানীয় সরকার, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, বেসরকারী ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ, সুশীল সমাজ এবং বিভিন্ন নাগরিক গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ আরবান ফোরাম কর্তৃক নীচের বক্তব্যসমূহ গৃহীত হয়েছে। (বাংলাদেশ আরবান ফোরামের সহযোগীদের নাম নীচে সংযুক্ত করা হল)। এই ঘোষণা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের যৌথ নেতৃত্বে করা হলেও প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে দায়বদ্ধ থাকবে, যা নিচে বর্নিত হলো এবং তারা সকলেই স্ব স্ব অবস্থান থেকে দায়িত্ব এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাবে।

প্রস্তাবনা

১. আমরা নগর খাত এবং নগরায়ণ প্রক্রিয়া উভয়কেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করি কেননা এর মাধ্যমে সম্ভব হবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন তথা সামাজিক আধুনিকীরণ, 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' অর্জন ও ২০২১ রূপকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে।

২. ব্যাপকহারে অভিবাসন, অপরিকল্পিত দ্রুত নগরায়ণ ও বিশেষত অতি মাত্রায় সংঘটিত নগর জনসংখ্যার পুঞ্জীভবন প্রভৃতির ফলে সৃষ্ট দেশের নগরায়ণ মাত্রার আঞ্চলিক বৈষম্য ও নগরসমূহে দৃশ্যমান পরিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সর্ম্পকে আমরা অবগত ।

৩. অধিকন্তু, অপর্যাপ্ত নগর সুশাসন ব্যবস্থার অভাবই যে এই সমস্যাসমূহ প্রকট করছে সেটাও আমরা উপলব্ধি করছি। এর পেছনে রয়েছে অতি মাত্রায় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রবণতা এবং নীতি নির্ধারনে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাব।

৪. আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, বাংলাদেশ এবং এর সরকারকে নানাবিধ সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য - সার্বিকভাবে দেশের অতি উচচ মাত্রার জন ঘনত্ব, নগরায়ণের দ্রুত বৃদ্ধি হার, জলবায়ু পরিবর্তন ও এ সম্পর্কিত প্রভাব যা গ্রামীণ এলাকায় অত্যন্ত প্রকটভাবে অনুভূত।

৫. আমরা জানি এবং লক্ষ্য করছি যে, বাংলাদেশ আরবান সেক্টর পলিসি বা জাতীয় নগরায়ণ নীতিমালা (খসড়া) এবং ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় গুরুত্বপূণ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে টেকসই, কার্যকর এবং সমন্বিত নগরায়ন প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা করা সম্ভবপর হবে।

৬. অধিকন্তু, আমরা আরো বিবেচনা করছি যে, যৌথ কার্যক্রম এবং অংশীদারীত্বমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের সম্ভাবনা রয়েছে ।

যে সকল বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ জরুরী

৭. নগরে বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্য, বঞ্চনা, প্রকট দারিদ্র্য ও বস্তি সমস্যা প্রভৃতি নিরসনে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কর্মপন্থা গ্রহণ জরুরী। এর জন্য দরকার চিহ্নিত খাতভিত্তিক কর্মকান্ড, যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিয়মতান্ত্রিকভাবে মধ্য মেয়াদে গ্রহন করবে।

৮. নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় একটি স্বল্প আলোচিত দিক হল মূলত অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দুর্যোগের কারনে গ্রাম- নগর অভিগমন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া বিষয়ে একটি সামগ্রিক জরুরী নীতিমালা গ্রহণ ও কার্যকর প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ।

৯. নগর এবং শহরসমূহে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা রয়েছে এবং তা মোকাবেলা করতে হবে। পানি ও পয়:নিষ্কাশন, অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এর অন্যতম। এই সব নাগরিক মৌলিক সুবিধা প্রদানে ব্যর্থতা বা অপর্যাপ্ততা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক কল্যাণ সুবিধার উন্নয়নের পথ বাধাগ্রস্ত করে।

১০. দুর্বল এবং ভুলভাবে সংজ্ঞায়িত ভূমি এবং সম্পত্তি আইন/স্বত্ত্ব মানুষের মৌলিক জীবন যাপনের ভিত যেমন অসহায় করে দেয় তেমনি ভূমিহীন/গৃহহীনদের সংখ্যা বাড়ায় । এর ফলে বাড়ে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। বিবেচনাহীন অমানবিক উচ্ছেদ জীবনকে মানবেতর করে এবং দরিদ্র মানুষদের স্বাভাবিক ও স্বস্তিপূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে ।

১১. নগরে বিরাজমান খারাপ পরিবেশ সকল নাগরিকের জন্য প্রচ্ছন্ন হুমকি, যেখানে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় দরিদ্র জনগণ। অতি উচ্চ ঘনত্বের বসতি, অসহনীয় যানজট ও দূষণ, বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটায়। এগুলোকে নিয়মিত নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রনমূলক ব্যবস্থায় আনতে না পারলে সরাসরি উন্নয়নের গতি বাধাগ্রস্ত হবে।

১২. নগর সুশাসনের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধন দরকার। যার মধ্যে অন্যতম নগর উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা এবং প্রশাসন। স্থানীয় নগর সরকার পর্যায়ে আরো অধিক মাত্রায় বিকেন্দ্রীকরন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি স্থানীয় সরকারসমূহকে আরো দক্ষ ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

পরিবর্তনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী

১৩. আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে অঙ্গিকার করছি, একটি সমৃদ্ধ কিন্তু ন্যায়ভিত্তিক, পরিবেশবান্ধব এবং স্থায়ীত্বশীল বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নগরায়ণ নিশ্চিত করার, যেখানে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের অধিকার স্বীকৃত থাকবে। এক্ষেত্রে, আমরা একমত যে, এই অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সকলকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে ।

১৪. আমরা সবাই একমত যে, বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে নগরায়ন ব্যবস্থাপনায় জন্য কৌশল গ্রহণ করা দরকার যার মাধ্যমে কাঙ্খিত অর্জনসমূহ নিশ্চিত হবে এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহকে দূর করবে। উপরন্তু, আমরা একমত যে, সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে সুষম এবং কাঙ্খিত মাত্রায় পরিকল্পিত নগরায়ন লক্ষ্য অর্জন করা যেখানে সামাজিক ন্যায়বিচার, পরিবেশবান্ধব এবং উন্নয়নমুখীতার মত বিষয়সমূহ অগ্রাধিকার পাবে।

১৫. উপরোল্লিখিত এইসব বর্ণনার এবং যৌথ কৌশলগত চিন্তাভাবনার প্রয়োজনীয়তার আলোকে সরকার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে খসড়া জাতীয় নগরায়ণ নীতিমালা সংশোধন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন করবে। নীতিমালার ২৪ টি ক্ষেত্রে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো হল;

   ১. নগরায়নের বিন্যাস ও প্রক্রিয়া
   ২. স্থানীয় নগর পরিকল্পনা
   ৩. নগরের স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

৪. নগরের স্থানীয় আর্থিক ব্যবস্থা ও সম্পদ সমাবেশীকরণ
৫. নগর ভূমি ব্যবস্থাপনা
৬. নগর গৃহায়ণ
৭. নগর দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন
৮. নগর পরিবেশ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা
৯. অবকাঠামো ও সেবাসমূহ
১০. নগর পরিবহন
১১. স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা
১২. পানি ও পয়:নিষ্কাশন
১৩. দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন
১৪. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা
১৫. সামাজিক কাঠামো
১৬. লিঙ্গ সম্পর্ক
১৭. নগর শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী এবং দলিত শ্রেনী
১৮. নগর বিনোদন, খেলার মাঠ, উদ্যান, উন্মুক্ত স্থান, ময়দান, ধর্মীয় স্থান এবং কবরস্থান, শশ্মান, গীর্জা
১৯. ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক উন্নয়ন
২০. গ্রাম শহর সংযোগ
২১. আইন শৃঙ্খলা ও জন নিরাপত্তা
২২. আইন কানুন প্রণয়ন
২৩. নগর প্রশাসন ও পরিচালন
২৪. নগর গবেষণা, তথ্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

১৬. আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে অঙ্গিকার করছি যে, বাংলাদেশ আরবান ফোরামকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হবে যার একটি স্থায়ী কার্যালয় থাকবে এবং যা নীতিমালা প্রণয়ন, গবেষণা এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে সহায়তা করবে ।
১৭. নগরায়ণ ও নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকার নব নব উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনে এতে বিভিন্ন জাতীয় সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের (ডেভেলপমেন্ট পার্টনারস) সহায়তা আহবান করবে।
১৮. আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি বাংলাদেশ আরবান ফোরাম আগামী ২০১২ সাল থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং এর পর মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে । এতে রাজধানী ছাড়াও পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে ।

সদস্যসমূহ, বাংলাদেশ আরবান ফোরাম
৭ ডিসেম্বর ২০১১